গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৭ সেপ্টেম্বর/২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চন। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত আগস্ট/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৮-০৮-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
৩.১।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখার শাখা প্রধান খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পরিচালক (ভূপদার্থ) গত অর্থবছরে সম্পাদিত বহিরংগনের রিপোর্ট সম্ভাব্য ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের সুপারিশসহ জমা দিয়েছেন। তার উপর ভিত্তি করে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য ৬ জন কর্মকর্তা ১ অক্টোবর, ২০২৩ বহিরংগনের যাওয়া কথা রয়েছে এবং ইতোমধ্যে অফিস আদেশও জারি হয়েছে। এ বিষয়ে মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলো বসে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১ অক্টোবর, ২০২৩ বহিরংগনে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও সম্পন্ন করা হয়েছে। মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ভূপদার্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ শাখার যন্ত্রপাতির টেস্টিং প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়েছে এবং বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখার বহিরংগনের অফিস আদেশ জারি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বহিরংগন কাজের জন্য এসপিটি (SPT) ও চপিং এর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে মহাপরিচালক দেশে আসলেই তা সম্পন্ন করা হবে। এ টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেই ভোলা জেলার প্রস্তাবিত বহিরংগন কাজাট শুরু করা হবে। ড. সুলতানা নাছরিন নূরী, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, যন্ত্রপাতির টেস্টিং প্রোগ্রাম চলাকালে ম্যাগনেটোমিটারের ক্যবলসহ লগিং যন্ত্রপাতির কিছু ত্রুটি দেখা দিয়েছে তা দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। উক্ত বিষয়গুলো তিনি সুপারিশ আকারে প্রেরণ করবেন বলে সভায় উল্লেখ করেন। অতঃপর এ বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন যে, চাহিদাপত্র পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে এবং অন্যান্য বহিরংগন কাজগুলোও পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

৩.২।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য চলমান কার্যক্রমের বিষয় উপস্থাপন করেন। অতঃপর মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কমিটির প্রস্তাব আহবানের প্রেক্ষিতে ৮টি গবেষণা প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছিল। পর্যালোচনার মাধ্যমে কমিটি ৬টি প্রস্তাব আমলে নিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাসহ সেগুলো ইতোমধ্যে গবেষকদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত টাকা এবার সঠিকভাবে ব্যয়ের লক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবারের কমিটি যথেষ্ট দক্ষ এবং সকলেই খুবই আন্তরিক তাই কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।	ক) গবেষণা কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	গবেষণা প্রস্তাব যাচাই বাছাই কমিটি ও সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ এবং গবেষকগণ
	প্রশাসনিক আলোচনা		
৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃত ১৫ জন এবং সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদে সুপারিশকৃত ৮ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল এনএসআই ভেরিফিকেশনের কাগজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন নথি আমাদের মন্ত্রণালয়ে আসলে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে তারা স্ব স্ব যোগদান করতে পারবে। এছাড়া বিপিএসসি কর্তৃক ৪০ তম বিসিএস থেকে ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৬ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে এবং সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উপসহকারী পরিচালক (খনন প্রকৌশল) পদে সুপারিশকৃত ১৩ জনের নথি মন্ত্রণালয়ে এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ৮০ টির মতো পদ শূন্য রয়েছে। কিছু পদে পদোন্নোতি প্রদানের কাজ সম্পন্ন হলে নতুন নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র চাওয়া হবে। পদোন্নতিযোগ্য ৯টি পদের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫টি পদে কম্পিউটার টাইপের গতি (বাংলা ও ইংরেজি) ও শর্টহ্যান্ড (বাংলা ও ইংরেজি) বিষয়ক প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং মহাপরিচালক এতে অনুমোদন প্রদান করেছেন। এছাড়াও ৬ষ্ঠ গ্রেডের ১টি পদে পদোন্নতির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে।	ক) কর্মকর্তাদের যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নতুন নিয়োগের সার্কুলার প্রদান করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৩.৪	অধিদপ্তরের নিষ্পত্তিকৃত নথির বিষয়ে মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, চলতি অর্থবছরের প্রথম ৩ মাসে হার্ড কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ২৯৮ টি এবং সফট্ কপি বা ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ১৩৩৬ টি। নিষ্পত্তিকৃত মোট নথির সংখ্যা (২৯৮+১৩৩৬)=১৬৩৪ টি এবং সফট কপি বা ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার ৮১.৭৬%। তিনি বলেন, গত তিন মাসে পেনশন ভাতাদির কিছু কাজ বেশি হওয়ায় ই-নথির হার একটু হ্রাস পেয়েছে। তবে আগামী মাস থেকে তা বেড়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	ই-নথির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।	
	বিবিধ আলোচনা		

৩.৫	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন জার্মানদের সাথে স্বাক্ষর হতে যাওয়া Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে তারিখ পিইসি যোগাযোগ করার প্রেক্ষিতে সেখান থেখক অবহিত করা হয়েছে যে, ১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখ একনেক সভা হবে বিধায়, তার প্রস্তুতির কাজে খুব ব্যস্ত থাকায় প্রকল্পের কাজটি ধরতে একটু দেরি হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রকিয়ায় যেহেতু একনেক লাগবে না তাই একনেক সভাটি সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পটির বিষয়ে আলোচনার জন্য জিএসবিকে ডাকা হবে মর্মে জানানো হয়েছে। খনন প্রকৌশল শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিচালক (অপা:) বলেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে এ প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও মোঃ মহিরুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) এবং পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্যের সভাপতিত্বে প্রায় ২০-২৫ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রকল্পটিকে ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন এবং কিছু সংশোধনী দিয়ে বলেছেন যে, যেহেতু ১০ অক্টোবর, ২০২৩-এর পর নির্বাচনের আগে কোন একনেক সভা হওয়ার সম্ভনা কম, তাই নির্বাচনের পর অনুষ্ঠিতব্য সভায় প্রকল্পটি উত্থাপন করা যাবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও তিনি বলেন, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) তাঁর প্রকল্পটি টিপিপি আকারে জমা দিলে কমিটির মূল্যায়নের পর তা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভুতত্ত্ব) বলেন, সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য প্রথম পর্যায়ের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণের লক্ষে স্থাপত্য অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক পিডব্লিউডি (PWD) টপোগ্রাফিক নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। পিডব্লিউডি (PWD) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টপোগ্রাফিক নকশা নিয়ে আগামী সপ্তাহে স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে স্থাপত্যনকশা প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা করা হবে। নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হলেই প্রাক্কলন সমেত ডিপিপি জমা দেয়া হবে।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। খ)স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।
৩.৬	জিএসবি'র মিরপুর অফিসের জমির বিষয়ে জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের চিঠির প্রেক্ষিতে পূর্বে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিল। যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ এ জায়গাটা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে তাই করণীয় বিষয়ে সকল পরিচালককে নিয়ে বসে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে জনাব মোঃ আবদুল আজিজ পাটোয়ারি, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)সহ কয়েকজন মিলে মিরপুর অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় এবং পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখা হয়েছে যে আশপাশের কোন জায়গা খালি আছে কিনা। তিনিসহ একটা বিকল্প জায়গা দেখে আসা হয়েছে এবং মহাপরিচালক দেশে ফিরলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সে জায়গাসহ মিরপুরে অবস্থিত জিএসবির জমিটি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে মর্মে মত দেন। তিনি আরও বলেন, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষে বরাবর যে চিঠিটা পাঠানো হয়েছে সেটা আরেকটু পরিমার্জন করে মহাপরিচালকের নিকট পেশ করা হবে এবং মহাপরিচালক প্রয়োজন মনে করলে এ বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়কে অবহিত করবেন। সভাপতি বলেন যে, জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) কে মিরপুর অফিসের জমির বুক ট্রান্সফারের বিষয়ে খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল তার কাছে জানতে হবে যে, সর্বশেষ অবস্থা কী। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তিনি গতকাল জাতীয় সংসদে গিয়েছিলেন সেখানে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহোদয় জিএসবির গবেষণা কার্যক্রমের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন এবং সঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও তিনি জিএসবি'র গবেষক ড. মোঃ আহসান হাবিব, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর গবেষণায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লাতে ক্রিটিক্যাল মিনারেলের উপস্থিতি পাওয়া নিয়ে পত্রিকায় যে আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে সেটার বিষয়ে বলেন। তখন এ বিষয়ে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন ক্রিটিক্যাল মিনারেল প্রাপ্তির বিষয়ে পরবর্তীতে কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং জিএসবি'কে ডাকা হবে। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমার প্রস্তাব হচ্ছে এ বিষয় নিয়ে পাইলট প্রকল্প বা যেকোন ধরনের গবেষণার কথাই বলা হোক সেটা যেন জিএসবি'কে দিয়ে করানো হয়। এ বিষয়ে আলোচনা করে করণীয় ঠিক করা হবে মর্মে সভাপতি জানান।	জিএসবি'র মিরপুর অফিসের জমির বিষয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

৪. সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.২৮

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪৩০
০৪ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
৩) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)